যুগান্তর

তারিখ ..... 17 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২

স্কুল-কলেজের লাইব্রেরির শোচনীয় অবস্থা

০১/০২/২০০৩ তারিখে বইমেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে '২০০৩ সালকে গ্রন্থাগার সাল' ঘোষণা আমাদের আনন্দিত করেছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার ও এর বহুল ব্যবহার। স্কুল গ্রন্থাগার পড়ুয়া সৃষ্টি করার সূতিকাগার হিসেবে স্বীকৃত ও পরিচিত। এই সত্যটুকু অনুধাবনের অভাবেই এ দেশে সুশিক্ষার বিস্তার রুদ্ধ হয়ে গেছে. নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। তাই স্কুল-কলেজে গ্রন্থাগার পুনঃস্থাপনে সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমার জানা মতে স্কুল-কলেজের লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা খুবই করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। এনাম কমিশনের রিপোর্টের বদৌলতে স্কুল গ্রন্থাগারিকের এবং কলেজে সিনিয়র ক্যাটালগারের ও গ্রন্থাগার সহকারী পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে সরকারি কলেজ লাইব্রেরিতে ১০০টি গেজেটেড গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে. কিন্তু এ পর্যন্ত একটি পদেও লোক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে বর্তমান সরকারি স্কুলের লাইব্রেরিগুলো প্রায় ধ্বংস হওয়ার পথে। এ পরিস্থিতি বেদনাদায়ক। বেসরকারি স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারের অবস্থা (দু'চারটি ব্যতিক্রমধর্মী স্কুল-কলেজ ছাড়া) অত্যন্ত শোচনীয়। বেসরকারি স্কুল-কলেজে. এমনকি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাস্তবে কোন গ্রন্থাগার নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান কদাকার রূপটি আশু পরিবর্তন আনয়নে আপনি যদি স্কুল ও কলেজে মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার পুনঃস্থাপন ও তার বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করেন. যদি বিলুপ্ত ঘোষিত পদগুলো পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরিয়ানের পদগুলোতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন- তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে আপনি অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবেন- সে প্রত্যাশাই করি।

সফিকুর রহমান চৌধুরী
সাবেক সহ-সভাপতি. বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি